গার্সিয়া মার্কেসের ছোটগল্প ঃ পঁচের এবং ষাটের দশক

সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য

এক - পটভূমি এবং উপস্থাপনা

বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক এবং ছোটগল্পকার গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের লেখ্য স্বভাবে যাদু বাস্তবতার পোস্টারটি এমনভাবে সেটে দিয়েছেন য়ুরোপিয় দেশের তত্ত্ব-বিধায়কেরা যে আমাদের দেশে অনেক বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এবং পাঠকদের মধ্যে একটা বদ্ধ মূল ধারণা তৈরি হয়েছে যে গার্সিয়া মার্কেস ছিলেন একজন যাদুবাস্তবতার লেখক বা অবাস্তব লিখিয়ে (Fantastic Writer)। এই প্রসঙ্গে একটি এ্যাপুলেইও'র নেওয়া দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের অংশ মনে পড়ছে যেখানে গার্সিয়া মার্কেসকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ঃ 'আপনার য়ুরোপিয় পাঠকেরা আপনার গল্পের যাদু সম্পর্কে সচেতন হলেও এর পেছনে যে বাস্তবতা আছে তা দেখতে পান না।' এই প্রশ্নের উত্তরে গার্সিয়া মার্কেস বলেন ঃ 'নিঃসন্দেহে এর কারণ এই যে তাদের বুদ্ধিবৃত্তি এই সাধারণ তথ্য অনুধাবনে বিভ্রান্ত হয় যে বাস্তবতা কেবল টমেটো কিংবা ডিমের দৈনন্দিন বাজার দরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।' অন্য একটি পিটারের নেওয়া সাক্ষাৎকারে গার্সিয়া মার্কেস স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন ঃ 'কারণ আমার বিমূর্ত বিষয়ের উপর কোন দখল নেই।' তত্ত্ব-বিধায়কদের যাদু বাস্তবতার জটিল ব্যাখ্যা এক বিমূর্ত বাতাবরণ তৈরি করেছে যার সহজ অর্থ থেকে পাঠকদের সরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যেই। গার্সিয়া মার্কেসই এক সাক্ষাৎকারে যাদু-বাস্তবতা সম্পর্কে একটি প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দেন ঃ 'যেমন ধর, আপনি যদি বলেন এমন হাতিও আছে যা আকাশে ওড়ে, লোকে আপনাকে কোনমতেই বিশ্বাস করবে না। কিন্তু যদি বলেন আকাশে ৪২৫টি হাতি থাকে তাহলে লোকে তা বিশ্বাস করতে পারে।' প্রথম হাতির গল্পটি হচ্ছে বিশ্বাসের অবাস্তবতা, দ্বিতীয় হাতির গল্পটি হচ্ছে বিশ্বাসের বাস্তবতা। প্রথম হাতির গল্পটি হচ্ছে ফ্যান্টাসি। দ্বিতীয় হাতির গল্পটি হচ্ছে কল্পনা। এরকম প্রাঞ্জল বুদ্ধিদীপ্ত উদাহরণ থেকেই যাদু-বাস্তবতার ব্যাখ্যাকে আরও সহজ করে দেখানো যায়। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেন; 'কারণ আমি বিশ্বাস করি কল্পনা হচ্ছে বাস্তবতা প্রকাশের হাতিয়ার মাত্র। বাস্তবতা সম্পর্কহীন ফ্যান্টাসি অনেকটা ওয়াল্ট ডিজনির-সৃষ্টি মতো নিখুঁত। সরল ফ্যান্টাসি সবচেয়ে ঘৃণ্য বস্তু।'

ছোটগল্পকার গার্সিয়া মার্কেসকে আবিষ্কার করতে হবে তাঁর জীবনধারা থেকে, বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে তার কথাবার্তা থেকে, তাঁর লেখা ছোটগল্প থেকে, রাজনৈতিক পরিবেশ থেকে, ক্যারিবিয়ান ও আফ্রিকান ঐতিহ্য থেকে, পিতামহ-পিতামহীর কাছ থেকে শোনা জিন-পরি-ভূত, পুরান কাহিনী, বাইবেলের কথা-উপকথা, গৃহযুদ্ধের রোমহর্ষক গল্প ইত্যাদি থেকে। গার্সিয়া মার্কেসের ছোটগল্পগুলিকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে গার্সিয়া মার্কেসের কথামত। এক ইন্‌টেলেকচুয়াল গল্প ; দুই জীবনযন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত সমাজ সচেতন গল্প। যাদু-বাস্তবতার সাথে সম্পর্কযুক্ত গল্পগুলি ইনটেলেকচুয়াল গল্পগুলিতে পড়ে।

পঞ্চাশ দশকের (চল্লিশের দশকের শেষে দুচারটি ছোটগল্প নিয়ে) এবং ষাট দশকের ছোটগল্পগুলির সাথে যাদুবাস্তবতার কোন সম্পর্ক নেই বললেই চলে। মূলত তিনি জীবন-অভিজ্ঞতার এবং বাস্তবতার গল্পকার। মূলত তিনি সমাজ-সচেতন জীবনযন্ত্রণার গল্পকার, বাস্তবতা এবং জীবন-অনুভবের গল্পকার। এবং তিনি সেটা অকপটে স্বীকার করেন। তাঁর স্বীকৃতি ধরা আছে বিভিন্ন সাক্ষাতকারে তার কথাবার্তায়। যথা,

এক।। যে ঘটনার সাথে তোমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে তার কথাই লেখ। দেখা গেছে যে ঘটনা নিজে দেখেছে, অথবা যে ঘটনার সাথে নিজের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে অথবা যে ঘটনা নিজের পড়া বা লোকমুখে শোনা তা লেখা অনেক সহজ।

দুই।। সত্য এই যে আমার রচনায় এমন কোনো লাইন থাকে না যার কোন প্রকার বাস্তব ভিত্তি নেই। আসলে মুশকিলটি হল ক্যারিবিয়ান বাস্তবের সাথে অতিপ্রাকৃত কল্পনার নিবিড় সম্বন্ধ আছে।

তিন।। চার পাশের জীবনই অনুপ্রেরণার এক বিরাট উৎস। সেই প্রবাহে জীবনের তুলনায় স্বপ্নের ভূমিকা অতি অল্প। কারণ আমার বিমূর্ত বিষয়ের উপর কোন দখল নেই।

চার।। কারণ আমি বিশ্বাস করিকল্পনা হচ্ছে বাস্তবতা প্রকাশের হাতিয়ার মাত্র। এবং সবসময়ই সৃষ্টির যে কোনো দৃষ্টান্তেই সৃষ্টির উৎস হল বাস্তবতা।

পাঁচ।। ছোটগল্প মগ্ন বরফশিলার মতো, অবশ্যই এমন উপকরণ ধারণ করবে যারা আপনার দৃষ্টির আড়ালে। অর্থাৎ যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা, পড়াশোনা এবং মাল-মশলা যে-সব সংগৃহীত হয়েছে কিন্তু গল্পের শরীরে সরাসরি ব্যবহৃত হয়নি।

ছয়।। লাতিন আমেরিকার দৈনন্দিন জীবন একথাই প্রমাণ করে যে বাস্তবতা অসাধারণ উপকরণ দ্বারা পূর্ণ।

সাত।। আমার লেখায় (উপন্যাসে) একটা লাইনও খুঁজে পাওয়া যাবে না যা বাস্তবতায় প্রোথিত নয়।

এই হচ্ছে মধ্য-বিংশ শতাব্দীর বিশ্বের একজন প্রভাবশালী এবং সৃজনশীল যথার্থ ছোটগল্পকার গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস যাঁর লেখার আর্তি ঘিরে আছে জনজীবনের সাথে, বাস্তব পরিবেশের সাথে, লাতিন আমেরিকার দৈনন্দিন জীবনের সাথে যে জীবনবৃত্তকে ঘিরে রেখেছে রাজনৈতিক ভয়ভীতি, দারিদ্রের নিষ্পেষণ এবং ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা, কিংবদন্তী-বিশ্বাস-ঝাঁড়ফুঁক এবং কুসংস্কারের এক পুরনো জগত।

মার্কসবাদে-বিশ্বস্ত গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস কখনো মতাদর্শগত রাজনীতির বিষয়কে যান্ত্রিকভাবে ছোটগল্পে ব্যবহার করেন না। তিনি রাজনৈতিক অঙ্গীকারের সাহিত্যকে স্বীকার করেন না। নন্দনতাত্ত্বিক সাহিত্যের অঙ্গীকার এবং রাজনৈতিক অঙ্গীকারের সাহিত্যকে তিনি একচোখে দেখেন না।

অঙ্গীকারের সাহিত্য (গল্প) এবং সরাসরি প্রতিবাদের সাহিত্য (গল্প) সম্পর্কে তাঁর দ্বিমত আছে। এ বিষয়ে গার্সিয়া মার্কেস এক সাক্ষাৎকারে বলেনঃ 'এই সাহিত্য জীবন ও জগত সম্পর্কে যে সীমিত বক্তব্য পেশ করে তার দ্বারা এমন কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল হয় না। সচেতনতা বৃদ্ধি তো দূরের কথা, বরং তা আরো মন্থর করে দেয়। লাতিন আমেরিকার জনগণ উপন্যাসে কেবল অত্যাচার অবিচারের উন্মোচন ছাড়াও আরো কিছু আশা করেন। কারণ তারা তো নির্যাতন, নিষ্পেষণ কাকে বলে তা ভাল করেই জানেন। আমার চরমপন্থী বন্ধুদের অনেকেই মনে করেন যে লেখককে কি লিখতে হবে না-হবে তা নির্দেশ দিয়ে শেখানো উচিত। কিন্তু এতে সম্ভবত অচেতনভাবে তাঁরা সৃজনশীল রচনার উপর বিধি নিষেধ আরোপ করে নিজেরাই প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা পালন করছেন।'

সাহিত্য রচনার এমত প্রকারের দ্বিচারিতা নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গোর্কি-লুসুন-রবীন্দ্রনাথ-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-লুকাচ-লুনাচারস্কি-জাঁপল সার্ত্র এদের কথা, এ বিষয় নিয়ে এদের তর্ক বিতর্কের কথা। এদের তর্ক-বিতর্কের ভিতর দিয়ে যে সত্যটা উজ্জ্বল উদ্ধারের মতো বেরিয়ে আসে তা হলো, পার্টিজান সাহিত্য এবং সৃজনশীল সাহিত্য এক অর্থে ব্যবহার করা যায় না। রাষ্ট্রশাসন ও সাহিত্যশাসন এক অর্থে ব্যবহার করা যায় না। সৃজনশীল সাহিত্য সম্পর্কে গার্সিয়া মার্কেসের একটা ছোট্ট ইঙ্গিত যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণঃ 'অত্যাচার অবিচারের উন্মোচন ছাড়াও সাহিত্য আরও কিছু।'

'সাহিত্যে সৃজনশীলতা' কথাটার গুত্ব গার্সিয়া মার্কেস বিশ বছর বয়সেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, যখন তিনি অস্ট্রিয়ান কথা-সাহিত্যিক ফ্রানৎস কাফকার (১৮৮৩-১৯২৪) বিশ্ব-বিখ্যাত ছোটগল্প 'মেটামরফোসিস' পড়ে ফেলেছিলেন। দুর্বিষহ ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা মেটামরফোসিসের প্রধান চরিত্র গ্রেগরি সামসাকে মুনাফার লোভের চাপে, পারিবারিক দায়দায়িত্বের চাপ তো আছেই, নিষ্পেষিত করতে করতে পোকায় পরিণত করে ফেলেছে। এরকম ধনতান্ত্রিক সমাজের ভোগবাদ এবং দাঁড়ি-কমাহীন লোভ পেষণযন্ত্রে ক্ষত-বিক্ষত মানুষকে মনুষ্যত্বের নিষ্পাপ জগত থেকে টেনে বের করে এনে মনুষ্যত্বহীনের ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ভীষণভাবে এই গল্পটি তরতাজা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র গার্সিয়া মার্কেসকে প্রভাবিত করেছিল। মেটামরফোসিস ছোটগল্পটি সম্পর্কে সাম্প্রতিক বিশ্বের অন্যতম ছোটগল্পকার গার্সিয়া মার্কেসের বক্তব্য শোনা যাকঃ 'যখন আমি কলেজে পড়ি তখন থেকেই আমার কলেজ-বন্ধুদের তুলনায় খুব ভাল একটা সাহিত্য চেতনা ছিল। ভগোতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার অনেক নতুন বন্ধু জুটে যায়। একদিন রাত্রে আমার এক বন্ধু আমাকে ফ্রানৎস কাফকার লেখা একটি ছোটগল্পের বই পড়তে দেয়। আমি বোর্ডিং-হাউসে (pension) ফিরে প্রথমেই মেটামরফোসিস পড়তে শু করলাম। প্রথম লাইনটি আরম্ভ এইভাবে, 'পরদিন ভোরে গ্রেগরি সামসা এক অসুস্তিকর স্বপ্নাবস্থা থেকে জাগ্রত হয়ে নিজে আবিষ্কার করল যেন সে বিছানায় উপর পড়ে থাকা একটা পোকায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে।' এই লাইনটা পড়ার পর মনে হল যে আমি এখনো কারোকে জানি না যে ঐরকমভাবে কেউ লিখতে পেরেছেন। এরপর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমি ছোটগল্প লেখা শু করি। লেখাগুলি সম্পূর্ণ ইনটেলেক্চুয়াল ছোটগল্প, কারণ কি, আমি তখনও সাহিত্য ও জীবনের মধ্যে সমন্বয় খুঁজে পাইনি।'

গার্সিয়া মার্কেস কিন্তু বিশ বছর বয়সের জায়গা থেকে মেটামরফোসিস গল্পটি বোঝার চেষ্টা করেছেন। বিশেষকরেএই গল্পে অনন্য সাধারণ স্টাইলটা তাঁকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করেছিল। মনে করি এই গল্পটি সাহিত্য ও জীবনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের সার্থক ছোটগল্প। শুধুমাত্র ইনটেলেকচুয়াল গল্প ভেবে সরিয়ে রাখা যায় না। মার্কেসের উপরের বক্তব্যের সাথে সহমত পোষণ করেও বলা যায়, ঐ বয়স থেকেই অর্থাৎ পঞ্চাশের দশক থেকে (যদিও চল্লিশের দশকে তার দু-একটি ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছিল) গার্সিয়া মার্কেস বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য প্রামাণ্য ছোটগল্প লিখেছিলেন যেখানে সাহিত্য, আঙ্গিক ও জীবনের সমন্বয়ে আলাদা মাত্রা লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলে রাখি, মেটামরফোসিস ছোটগল্পটির উপর লেখা আমার একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ আছে 'ছোটগল্প ঃ সামাজিক যোগসূত্র'-বইয়ে।

গার্সিয়া মার্কেসের উপরের ঐ বক্তব্যে উল্লেখ আছে, গার্সিয়া মার্কেসকে 'মেটামরফোসিসে'র প্রথম লাইনটি নাড়া দিয়েছিল এবং অশেষ বিস্ময়ে আবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। ফলত লক্ষ্য করা যায়, গার্সিয়া মার্কেসের ছোটগল্পে প্রথম অনুচ্ছেদটা বিশেষভাবে গুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই বিষয়ে এক সাক্ষাতকারে তিনি বলেনঃ 'অন্তত আমার নিজের ক্ষেত্রে প্রথম প্যারাগ্রাফটি সম্পর্ণ লেখাটি কি বলতে যাচ্ছে তার একটুকরো উদাহরণ'। কারণ তিনি মনে করেন প্রথম প্যারাগ্রাফেই বিষয়-পরিচিতি, লেখার স্টাইল এবং বৈশিষ্ট্য, গল্পের পিন-পয়েন্ট বুঝতে পারা যায়। তবে গার্সিয়া মার্কেসের সমগ্র গল্পেই এই ধারা বজায় আছে, সে কথা দায়িত্ব নিয়ে বলা যায় না। এখানে ফ্রানৎস কাফতা তাকে প্রথম দিকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে। প্রভাবের কথাকে সামান্য দূরে সরিয়ে রেখে বলা যায়, ছোটগল্পের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য যে প্রথম লাইনটি বা প্যারাগ্রাফটি যথেষ্ট গুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে ছোটগল্পকারকে।

।। দুই।। পঞ্চাশ এবং ষাটদশকের ছোটগল্প

একবার গার্সিয়া মার্কেসকে স্বাস্থ্যের কারণে বারনকিয়াতে আসতে হয়েছিল। তখন তার বয়েস আর কত হবে, বাইশ পেরিয়ে। সেখানে এসে তিনি পড়ে ফেলেন আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, জন স্টেইনবেক, উইলিয়াম ফকনার, কডওয়েল এইসব পশ্চিমী গল্পকারদের গল্প-ছোটগল্প। আমেরিকার গল্পকারেরা তখন লাতিন আমেরিকায় জনপ্রিয় হয়ে উঠছেন। বারনকিয়াতে একটি পত্রিকা বের হত। জনপ্রিয় পত্রিকাটির নাম 'অগ্রদূত' El Heraldo । গার্সিয়া মার্কেস এই পত্রিকার সাথে যুক্ত হয়ে

লেখা শু করেন এবং 'মাকোন্দোয় বৃষ্টি দেখে ইসাবেলের স্বগত উক্তি' ছোটগল্পটি Monologue of Isabel Watching it rain Macondo এই পত্রিকাতেই লেখেন। তিনি আইন ও পলিটিক্যাল সায়েন্সের ছাত্র হয়েও সাংবাদিকতা ও লেখার দিকে মনোযোগ দেন। যখন 'সমাচার' নামে একটি পত্রিকায় স ম্পাদক-মন্ডলির প্রধান হওয়ার সুযোগ পান, তখন তিনি 'অগ্রদূত' পত্রিকা ছেড়ে চলে আসেন 'সমাচার' Laronica পত্রিকায়। 'অগ্রদূত' পত্রিকায় প্রথম যে গল্পটি লেখেন, প্রথমে সেই গল্পটির নাম ছিল 'শীত' Invierno । পরে তিনি এই নামটি পাল্টে দেন। গল্পের নাম হয়, 'মাকোন্দোয় বৃষ্টি দেখে ইসাবেলের স্বগত উক্তি।' তেইশবছরের এক সদ্যযুবার হাতে এরকম একটি অন্যধারার গল্প বেরিয়ে আসতে পারে, ভেবে বিস্মিত হতে হয়।

ছোটগল্পটির মধ্যে আছে ইসাবেল এবং ওর স্বামী মার্তিন ইসাবেল, মার্তিন ইসাবেলের বাবা এবং সৎমা। অন্তঃসত্ত্বা ইসাবেলের উপর তিন চার দিনের টানা বৃষ্টিপ াতের প্রভাব নিয়ে এই গল্প। মনের উপর একটানা বৃষ্টির প্রভাব রহস্যাবৃত মানসলোক তৈরি করে। সাধারণ সমালোচক এই প্রকৃতির গল্পকে মনস্তাত্ত্বিক আখ্যা দিয়ে থাকে।

গল্পের শুটা এইরকম, 'সেই রবিবারটায় তড়িঘড়ি শীত এসে পড়ল। এল, সমবেত প্রার্থনা সভা শেষ হওয়ার ঠিক পরে পরেই।' —এখানে থেকেই ইসাবেলের স্বগত উক্তি চলতে থাকে। এই বৃষ্টিতে সবাই খুশি। সৎমা হাসতে হাসতে বলেন, 'সকালে তুই চার্চে গেছিস বলেই তো এমন শুভ সূচনা।' ধর্মান্ধতার সাথে বৃষ্টির সম্পর্ক প্র াচীন প্রথানুশাসন। এখানে বৃষ্টি শুভ সূচনার ইঙ্গিত বহন করছে। এবং সেটা হয়েছে গির্জায় সমবেত প্রার্থনা সভায় যোগ দিয়েছে বলে। ফলে লেখককে বলতে হয় না, এই বৃষ্টির যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল মাকোন্দোয় (মাকোন্দোয়, লেখক কল্পনায় একটি স্থানের নাম)। মে মাসের The harsh gray earth of May গরমে ভেজা জামা-কাপড়ের সাথে শীতের এই বৃষ্টির আমেজ যখন গর্ভধারিণী ইসাবেল মগ্ন-চৈতন্যে আবদ্ধ তখন সে শুনতে পায় ওর স্বামীর কণ্ঠস্বর, 'বড় একঘেয়ে এই বৃষ্টি'। এই মানসিক দ্বন্দ্ব এবং টানাপোড়েন, সেটাতো জীবনের ক্লান্তির-ই ফসল। এভাবেই ইসাবেলের স্বগত-উক্তির মধ্যে জীবনের অনেক টুকরো ছবি এসে যায় ঃ বাগানে একটা গর খুব পাঁকে ডুবে গেছে, মজুরেরা ইন্ডিয়ান গটাকে লাঠিপেটা করে পাথর ছুঁড়ে মারছে। কিন্তু গটা নড়তে পারছে না, পড়েও য াচ্ছে না। তারপরেই গার্সিয়া মার্কেসের দীপ্ত কলম বলে ওঠে, 'বেঁচে থাকার অভ্যাসটুকু কেবল তাকে পড়তে দেয়নি।' বৃষ্টি, বৃষ্টি, বৃষ্টি, আর ভাল লাগে না এরকম একটা মনোভাব গড়ে উঠছে ইসাবেলের। দুপুরে ঘুমের পর সাধু জেরোমের অন্ধ দুটি বালিকা যে গান শুনিয়ে যেত ইসাবেলকে তারাও তিন দিন ধরে একটানা বৃষ্টির জন্য আসতে পারছে না। সন্তানপ্রসবা ইসাবেলের স্বগত উক্তিতে অন্ধ বালিকার গান প্রসঙ্গটিও এসে যায়।

গল্পের ক্লাইম্যাক্স টেনে আনে গির্জার প্রসঙ্গ ঃ গির্জা বন্যায় আক্রান্ত এবং এর বিপর্যয়ের সংবাদ চলে আসে আসন্ন-প্রসবা ইসাবেলের কাছে ঃ অসুস্থ মহিলা বিছানা থেকে উধাও এবং তার মৃতদেহ ভাসতে দেখা গেছে নিজের বাড়ির উঠোনে। ইসাবেলের স্বগত উক্তি ঃ এই বীভৎসতায় আর প্লাবনে আতঙ্কিত হয়ে আমি পা গুটিয়ে বসে আছি আমার চেয়ারে। আমি বিহ্বল হয়ে চেয়ে আছি সামনের গভীর অন্ধকারে। অন্ধকার যত অমঙ্গলের জন্মদাত্রী।

হাতে আলো, ভূতের মতো চেহারা নিয়ে অলৌকিক পরিবেশের (একটানা বৃষ্টি গভীর অন্ধকার-গির্জার ভূমিকা) ভিতর দিয়ে সৎমা অন্তঃসত্ত্বা ইসাবেলের কাছে এসে বলেন, 'এখনই আমাদের প্রার্থনা করতে হবে।' সৎমাকে দেখে ইসাবেলের মনে হল যেন এই মাত্র সৎমা কবরের গহ্বর ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। ইসাবেলের মনে হল, বন্যায় রাস্তায় মরা মানুষ ভাসছে। সে যেন গন্ধ পাচ্ছে। একমাত্র সাহস পেয়ে মার্তিন, ইসাবেলের স্বামী, ঘুমন্ত কণ্ঠস্বরে বলে, 'That's something you made up; Pregnant women are always imagining things.'

এবং এখানেই গল্পের শুভ-অশুভ বিষয়টাকে আমরা ধরে নিতে পারি। অশুভের হাত থেকে বাঁচার জন্য ইসাবেলের কণ্ঠে গার্সিয়া মার্কেস বসিয়ে দিয়েছেন 'ছে াটগল্পটি' এখন যদি বাড়ির লোক আমাকে গত রবিবারের মতো প্রার্থনা সভায় যেতে বলে আমি অবাক হব না?' একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের একজন প্রথম অন্তঃসত্ত্বা নারীর মানসিক অবস্থা যেন অশুভ বার্তা নিয়ে আসছে, তার ভেতরের অনুভবকে ভাষার এবং চিত্রকল্পের যাদুতে তুলে ধরেছেন বিশ-বাইশ বছরের গল্পকার গার্সিয় া মার্কেস। ঐ বয়সে অনেকেই ওরকম গল্প লিখতে পারেন না, শতকরা আশি ভাগ প্রেমের গল্প লেখেন। বিবাহিত রমণীর অন্তঃসত্ত্বা বিষয় নিয়ে যে একটা অসাধারণ গল্প হতে পারে তা আমাদের ভাবনাচিন্তার বাইরে, অন্তত আমি বাংলা-কথা সাহিত্যে এরকম একটি গল্প পড়ে উঠতে পারিনি। এর কারণ, সমাজ-বিজ্ঞান সম্পর্কে অ ামাদের অজ্ঞতা। গাসিয়া মার্কেস সমাজ-বিজ্ঞান সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন কার্ল মার্কসের বই পড়ে। মাধ্যমিক স্কুলে পড়াকালীন সময়ে তিনি কার্ল মার্কসের বই পড়া শু করেন। ইতিহাসের শিক্ষক গোপনে তাঁকে কার্ল মার্কসের বই পড়তে দিতেন। এইভাবে সমাজ বাস্তবতা এবং সচেতনতা তাঁর চিন্তাভাবনাকে শাণিত করে। পরবীর্তকালে সামাজিক এবং পারিবারিক অভিজ্ঞতা তাঁর চিন্তাভাবনাকে আরও সমৃদ্ধ করে।

অন্তঃসত্ত্বা নারীকে নিয়ে আরও একটি ছোটগল্প 'এই শহরতলিতে চোর নেই' There are no thieves in this town লেখেন চৌত্রিশ/বত্রিশ বছর বয়সে। গল্পটার সু এইরকম, 'Damaso came back to the room at the crack of dawn. Ana, his wife, six months pregnant was waiting for him seated on the bed, dressed and with her shoes on. The oil lamp began to go out.'

প্রথম অনুচ্ছেদের শুতেই বিষয়ের পরিচিতির সন্ধান। স্বামী দামাসো ভোরে ফিরেছে, আর সারারাত সেজেগুজে ছমাসের অন্তঃসত্ত্বা আনা বিছানায় দামাসোর জন্য অপেক্ষা করছে। এভাবেই একটি পরিবারের দ্বন্দ্বের টানা পোড়েন থেকে আমরা পৌঁছে যাই স্ত্রীর তীব্র ভালবাসা এবং কঠিন সংগ্রাম, নিগ্রোদের উপর নির্মম অত্যচ ার, অলৌকিকতার বুজকি, আনার স্বামী দামাসোর অন্তর্দ্বন্দ্বে। অবশেষে দামাসোর সততার ভিতর দিয়ে প্রমাণ হয়, 'এই শহরতলিতে চোর নেই।' শহরতলিতে সব াই সুখে-দুঃখে, আনন্দে-নিরানন্দে সামাজিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বেঁচে আছে। লাতিন আমেরিকার স্থানীয় মানুষেরাও এখন স্পেনিয়দের মত আড্ডাবাজ হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যার পর বিলিয়ার্ড হলে বা সিনেমা হলে বা বক্সিং রিলে শুনে সময় কাটায়। এই গল্পে কলম্বিয়া সমাজের ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। সিনেমা দেখে, বিলিয়ার্ড খেলে, বেসবলের ধারাবিবরণী শোনে। শহরতলিতে বিলিয়ার্ড খেলার প্রচলন করেছে ধনী-ব্যবসায়ী দন রোকে। শহরতলির সবাই পয়সা দিয়ে বিলিয় ার্ড খেলতে পারে।

ছোটগল্প গড়ে উঠেছে বিলিয়ার্ড হল থেকে তিনটি বল ও দুশো পেসো চুরি নিয়ে। চুরি করেছে আনার স্বামী দামাসো। কিন্তু পুলিশ এবং ব্যবসায়ী দন রোকে সন্দেহ করছে এক নিগ্রোকে। ফলে নিগ্রোটি নির্যাতিত হয়। পুলিশ প্রচন্ড মারছে বিশালদেহী নেগ্রোটাকে কোমরের বেল্ট দিয়ে সিনেমা হলের সামনে। দামাসো দেখছে। দামাসোর এই চৌর্যবৃত্তি ওর স্ত্রী আনা মেনে নিতে পারেনি। আনা বলে, 'তোমাকে আর যেখানে সেখানে আজেবাজে কাজ করতে যেতে হবে না। ভগবানের দয়ায় আমার গতরে তাগদ যদ্দিন থাকবে আমরা খুব ভালভাবে বাঁচতে পারবো।' আনার একটি লন্ড্রি আছে, এ ছাড়াও সে জামা-কাপড় ইস্ত্রির কাজও করে। দামাসো, ওর স্বামী, ওর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট।

এই দামাসোর এক বান্ধবী আছে। আনা জানে। আনার সাথে একদিন দামাসোর ঝগড়া হয়। রাতের অন্ধকারে দামাসো বেরিয়ে যেতে চায় পুটলি হাতে নিয়ে। আনা বাধা দিয়ে বলে, 'আমি যদ্দিন বেঁচে থাকবো, তুমি এখান থেকে কোথাও যাবে না।' এই কথা শোনার পরেও আনাকে মারধোর করে দামাসো সেই রাতেই বেরিয়ে যায়। আনা হয়তো ভেবেছিল দামাসো আনার পেটে একটা বাচ্চা দিয়ে চলে যাচ্ছে বান্ধবীর কাছে। কিন্তু না, গল্পের শেষে এসে আমরা দেখলাম দামাসো আনার কথামতো চুরি যাওয়া তিনটি বিলিয়ার্ড বল রেখে আসতে গেছে বিলিয়ার্ড হলে। দুশো পেসো চুরি যায়নি। ওটা দন রোকের মিথ্যা রটনা। সে মেয়রকে মিথ্যা কথা বলে চোরের কাছ থেকে বাড়তি দুশো পেসো আদায় করতে চায়। গার্সিয়া মার্কেস বিলিয়ার্ড -হল মালিকের চরিত্রটিও তুলে ধরেছেন এই গল্পে। এই গল্পে গির্জার ভূমিকা ও সাদা বিড়ালের প্রসঙ্গ থাকা সত্ত্বেও কোথাও অলৌকিকতার গুত্ব পায়নি। চুরির ঘটনা নিয়ে যখন দামাসোর সাথে দন রোকের কথাবার্তা হয় তখন দামাসো বলে, 'একটা অলৌকিক কিছু ঘটে যেতে পারে।' ফলে দন রোকে বিলিয়ার্ড বল তিনটি ও দুশো পেসো পেয়েও যেতে পারে। কিন্তু দামাসো মুখে অলৌকিকতার কথা শুনে দন রোকে প্রশ্ন করে, 'দ্যাখ, 'ওসব বুজকিতে বিশ্বাস করিস, ঐ সব অলৌকিক ফলৌকিক?' দামাসো জানায়, 'মাঝে মাঝে বিশ্বাস করি।' গল্পের শেষে দামাসোর হাত থেকে দন রোকে প্যাকেটটা নিয়ে খুলতে থাকে। দেখে চুরি যাওয়া তিনটি বিলিয়ার্ড বল। তখন সে দামাসোকে বলে, ' শেষ পর্যন্ত মনে হচ্ছে এটা একটা অলৌকিক ঘটনা।' এভাবেই নিষ্পেষিত সমাজে অলৌকিক ঘটনার অবস্থানটাকে গার্সিয়া মার্কেস আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। এই গল্পে যাদু-বাস্তবতার কোন ঘোর নেই। এই গল্পে কলম্বিয়ার অর্থনৈতিক সঙ্কটের চাপ কিভাবে শহর-গ্রাম-গঞ্জের অর্থনীতিকে বিধ্বস্ত করেছে বুঝতে পারা যায়।

'প্রতিদিনের এমন একদিন' One of these days –গার্সিয়া মার্কেসের সাধারণ গল্প হলেও মানবদরদি অরেলিও এসকোভারের স্বভাবটি এক উজ্জ্বল উদ্ধার। অরেলিও এসকোভার একজন দাঁতের হাতুড়ে ডাক্তার, কোনো ডিগ্রি নেই। শহরের মেয়র জানালেন তিনি একটি আক্কেল দাঁত তুলবেন। অরেলিও এই মেয়রের দাঁত তুলতে চান না। কারণ মেয়র থাকাকালীন পরাজিত বিপক্ষ দলের কুড়িজন লোককে হত্যা করা হয়েছে। বিপক্ষ দলের সমর্থক অরেলিও। অরেলিওর ছেলে বাবাকে বলে, 'দাঁত না তুলে দিলে মেয়র তোমাকে গুলি করে দেবেন।' অরেলিওর ড্রয়ারে একটা রিভলবার থাকে। সে চেয়ার টেনে নিয়ে ড্রয়ারের সামনে বসে। একটা হাত ড্রয়ারে রেখে ছেলেকে বলে, 'ওকে বল যেন এখানে এসে আমাকে গুলি করে।' মেয়র আসেন, ডাক্তারের বুঝতে বাকি রইল না যে অনেক রাত পর্যন্ত দাঁতের ব্যথায় ভুগেছেন মেয়র, মুখটা ভীষণ ফোলা। ডাক্তার ফোলার জন্য দাঁতটা অবশ্য অজ্ঞান না করে তুলবেন, বোঝালেন। ভয়ংকর যন্ত্রণার কথা ভেবেও মেয়র রাজি হলেন। তখন অরেলিও দাঁত তুলতে তুলতে বললেন, ' Now you'll Pay for our twenty dead men.' ডাক্তার তীব্র যন্ত্রণার মধ্যে দাঁত তুলে দিলেন। শারীরিক যন্ত্রণা কি ভয়ংকর হতে পারে মেয়র বুঝলেন, মেয়রকে বোঝানো হল। দেশপ্রেমের একটুকরো নমুনা গার্সিয়া মার্কেস তুলে ধরেছেন এই গল্পে। রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার সামান্য প্রকাশ, যাদুবাস্তবতা নয়। সে সময় হিংসার রাজত্ব চলছিল কলম্বিয়ায়।

ত্রিশের কোঠায় গার্সিয়া মার্কেসের বয়স, তখন তিনি লেখেন, 'মঙ্গলবারের দিবানিদ্রা Tuesday siesta'। সাতদিন আগে কোন এক সোমবারে এক দরিদ্র মহিলার ছেলে খুন হয়েছে। সাতদিন পরে এক মঙ্গলবার দুপুরবেলায় সেই মহিলা তার বার বছরের কন্যাকে নিয়ে ট্রেনে চেপে গির্জার ফাদারের কাছে এসেছে সন্তানের কবরে ফুল দেবে বলে, সাতদিন শোকস্তব্ধ অবস্থায় দিন কাটিয়েছে। তাঁর ছেলের নাম কার্লোস সেনতোনো আইয়ালা। ট্রেন থেকে নেমেই মঙ্গলবারের দুপুরের নিস্তব্ধতা চারিদিকে যেন বিস্তারিত শোকের ছায়া। স্থির হাওয়া সরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে গির্জার দিকে খুন-হওয়া ছেলেটির মা এবং বার বছরের বোন। কেন খুন হতে হল ছেলেটিকে? সে চোর বলেই কি তাকে খুন হতে হল? এরকম প্রশ্ন পাঠকের চিন্তায় আসতেই পারে। খুন হওয়ার ঘটনাটা এই রকমঃ ভোররাতে পুরো ঘটনাটা ঘটেছিল। বিধবা মহিলা সেনোরা রেবেকা স্বামী মারা যাবার পর একা একটা বাড়িতে থাকেন। সে বাড়িতে প্রচুর জিনিসপত্র –হাঁড়িকুড়ি, বাসন-কোসন-পোষাক পরিচ্ছদ। মধ্যরাতের অন্ধকারে রেবেকার মনে হল রাস্তার দিকের দরজাটা কেউ জোর করে খোলার চেষ্টা করছে। সে একটা তাঁর স্বামীর পুরনো পিস্তল ওয়াড্রোব থেকে বের করে হাতে নিয়ে দরজার দিকে অন্ধকারেই এগোতে লাগল। স্বামীর মৃত্যুর পর ২৮ বছর নিঃসঙ্গ রেবেকা একাকি এ বাড়িতে থাকার ফলে তার আতঙ্ক ছিল। অন্ধকারেও ঘরের দরজা-জানালা-ছিট কিনি-চাবি-সব তার দখদর্পণে। জীবনে এই প্রথম সে পিস্তল চালাল। চোর কার্লোস সেনতেনো অরেলিও মারা গেল। সেই শহরতলির কেউ চোরকে চিনত না। এইভাবে কার্লোস সেনতেনো আইয়ালা মারা গেছে। এই প্রকার মৃত্যুর সূত্র ধরে গার্সিয়া মার্কেস পাঠকদের নিয়ে গেলেন অন্য জায়গায়, জায়গাটা সম্পূর্ণ আমাদের অপরিচিত। জায়গাটা হচ্ছে, 'a terror developed in her by twenty years of loneliness.'

বিধবা মহিলা সেনোরা রেবেকা সম্পর্কে মন্তব্য। গার্সিয়া মার্কেস নিজেই এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন ঃ 'আমার বিশ্বাস একাকিত্বের সমস্যা প্রত্যেকেরই আছে,। প্রত্যেকেই একাকিত্ব কে নিজের মতো করে প্রকাশ করে থাকেন।'

ছোটগল্পের বয়ানটি অসাধারণ। মোঁপাসা-চেখভ-রবীন্দ্রনাথ কারোর সাথেই এই বয়ানটি তুল্য নয়। বরং হেমিংওয়ে ও কাফকার পরবর্তী গল্পের কথা ভাবা যেতে পারে। অথবা ভাবা যেতে পারে দাদি-দিদার গল্পবলার। তিনি ছোটগল্পের রীতিনীতিকে পাল্টে দিয়েছেন। ভাষা প্রাঞ্জল। অসাধারণ সারল্য আছে গল্পবলার এবং ভাষায়। চিত্রকল্প ও মনস্তত্ত্বের অবস্থান থেকে বলা যায় একটি নিখুঁত ছোটগল্প। এই গল্পটি সম্পর্কে গার্সিয়া মার্কেস এ্যাপুলেইওর নেওয়া এক সাক্ষাতকারে বলেছেন, 'আমি কিন্তু সবসময়ই শু করি একটি চিত্রকল্প দিয়ে। আমার ছোটগল্প 'মঙ্গলবারের দিবানিদ্রা'র সৃষ্টি হয়, একদিন যখন দেখি দুপুরবেলা খাঁ খাঁ রোদে এক মহিলা এবং একটাছোট মেয়ে কালো পোষাকে কালো ছাতা মাথায় পরিত্যক্ত একটা শহরের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে।

গল্পটির শু হয় খুন হওয়া পুত্রের সমাধিতে দুপুরে ফুল দিতে আসা মহিলার আগমন থেকে, পরে আসে রেবেকার হাতে পুত্রের খুন হওয়ার প্রসঙ্গ এবং শেষ হয় এভাবে, দুপুরের তন্দ্রায় আচ্ছন্ন শহরতলি। প্রতিবেশিরা গির্জার সদর দরজায় এবং জানালায় এসে দাঁড়িয়েছে চোরের মাকে দেখবে বলে। তাদের চোখের ভাষায় পড়ে নেওয়া যায় বিরূপ রাগী দৃষ্টি। গির্জার পাদরি এবং তার বোন সন্তানহারা মহিলাকে বলেন পেছনের দরজা দিয়ে সমাধিতে যেতে বলে আরও একটু

অপেক্ষা করতে। কিন্তু পুত্রহারা চোরের মা প্রতিবেশীদের রাগী দৃষ্টি ভ্রূক্ষেপ করলো না। সে জানে বিনা অপরাধে, বিনা বিচারে খুন করা হয়েছে তার ছেলেকে। সে পাদরি এবং পাদরির বোনের অনুরোধ উপেক্ষা করে কন্যার হাত ধরে গির্জার চাবি এবং কবরের ফুল নিয়ে প্রতিবেশীদের রাগী দৃষ্টির সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল। মূলতঃ দুটি মহিলা চরিত্রকে নিয়েই এই গল্প। (এক) নিঃসঙ্গ বিধবা মহিলা (দুই) অপত্য স্নেহে দৃঢ় মহিলা। গল্পের আকর্ষণ ভাষায়-চিত্রকল্পে-মনস্তত্ত্বে-বাস্তবতায়।

ষাট দশকের প্রথম দিকে লেখা গার্সিয়া মার্কেসের আরেকটি অসাধারণ গল্প, 'বৃদ্ধ রানি-মরা অন্ত্যেষ্টি Big Mama's Funeral।' গল্পটি বিবৃতিমূলক। গল্পের কোথাও সংলাপ নেই, কথোপকথন নেই। বাল্যকালে গার্সিয়া মার্কেসের দাদু-দিদা যে ভাবে গার্সিয়া মার্কেসকে গল্প শোনাতেন, ঠিক সেইভাবে তিনি আম াদের মাকেন্দো রাজ্যের এক প্রবল প্রতাপান্বিত বৃদ্ধ রানি-মার গল্প শোনাচ্ছেন। গল্পটা শু করেছেন "This is, for all the world's unbelievers, the true account of Big Mama, absolute sovereign of the Kingdom of Macondo, …….. whose funeral was attended by the Pope. এখানেই প্রথম অনুচ্ছেদটি শেষ। পোপ দিয়ে শু, ঝাড়ুদার দিয়ে গল্পের শেষ, 'so that not one of the world's disbelievers would be left who did not know the story of Big Mama, because tomorrow, Wednesday, the garbage men will come and will sweep up the garbage from her funeral, for ever and ever. স্বৈরতন্ত্র-অনুপ্রাণিত প্রচন্ড ক্ষমতাশীল বৃদ্ধরানী-মার অন্ত্যেষ্টির নিখুঁত উত্তেজক বর্ণনার পর গল্পের শেষ বাক্যটি যখন মনোযোগী পাঠক পড়বে তখন পূর্বোক্ত উত্তেজক বর্ণনা ফুৎকারে নেতিয়ে যাবে এবং পাঠকের চিন্তায় অন্য রকম অনুভূতি জাগিয়ে তুলবে। বিবৃতিমূলক গল্পকে নিখুঁত ছোটগল্পে পরিণত করার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ এই গল্পটি। এই গল্পের বৃদ্ধ রানি-মা রানি হিসেবে কেমন ছিলেন তার একটা নির্বাচিত তালিকা পাঠকদের কাছে রাখা যেতে পারে।

এক) তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে খেতখামার আর সব মানুষজনের দন্ডমুন্ডের কর্ত্রী ছিলেন।
দুই) কোন উৎসবের শেষে বৃদ্ধ রানি-মা মাথায় মুকুট পরে কাগজের লন্ঠনের আলোয় বারান্দায় এসে দাঁড়াতেন এবং নিচে মানুষজনকে টাকা পয়সা ছুঁড়ে দিতেন।
তিন) তিনি যখন গির্জায় যেতেন তখন তাঁকে পাখার হাওয়া দিতে দিতে একজন সরকারি কর্মচারী যেত।
চার) তিনি পঞ্চাশ বছর পরেও প্রেমপাগল পাণিপ্রার্থীদের প্রত্যাখান করেছিলেন। অথচ তিনি মরতে চলেছেন কুমারী ও অপুত্রক অবস্থায়।
পাঁচ) রানি-মা নিজের জন্মদিনের আগের দিন বর্গাদরদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতেন। বাড়ির ভেতর বারান্দায় বসেএই বৃদ্ধ রানি-মা নিজে খাজনা নিতেন তাঁর জমিতে বাস করার অধিকারের বিনিময়ে।
ছয়) এই বৃদ্ধ রানি-মা ছিলেন ঐতিহ্য ভিত্তিক ক্ষমতার প্রতীক She exercised the priority of traditional power over transitory authority এবং সাধারণ মানুষের উপর ছড়ি ঘোরানোর অভিজাততন্ত্রের প্রতীক।
সাত) বহু বছর ধরে বৃদ্ধ রানি-মা নিজের রাজ্যে সামাজিক শান্তি ও রাজনৈতিক ঐক্য বজায় রেখেছিলেন। এ ক্ষেত্রে হাতিয়ার বলতে বোঝাততিন সিন্দুকভরা জাল ভোটার তালিকা, যা তাঁর পৈতৃক সম্পত্তির অংশ ছিল।
আট) দেশের শান্তির সময়ে তাঁর একচ্ছত্র ইচ্ছা উচ্চতম পদের কর্তাদের তুলত আর নামাত। তিনি একমাত্র নিজের লোকেদের সহযোগীদের ভালমন্দ দেখতেন। ত ারজন্য জাল ষড়যন্ত্র ও জালভোটের পথে যেতে পিছপা হতেন না।
নয়) যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় রানি-মা গোপনে নিজের দলের লোকেদের অস্ত্রশস্ত্র জোগাতেন আবার এই লোকেরা যাদের উপর হামলা করত জনসমক্ষে তাদের সাহ ায্য করতেন। এটাই রানি-মার খাঁটি দেশপ্রেম।

এইরকম একজন প্রবল পরাক্রমান্বিত জমিদারতান্ত্রিক বৃদ্ধ রানি-মার সাথে (গল্প গার্সিয়া মার্কেস বলে গেছেন Big Mama বা ঠাকুমা) আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন গার্সিয়া মার্কেস সাংবাদিক ভাষাকে অতিক্রম করে ছোটগল্পের রচনাশৈলীসমৃদ্ধ প্রাঞ্জল ভাষায়। ষোল পৃষ্ঠার ইংরেজি অনুবাদে এই গল্পটি প াঠককে নিয়ে যায় মাকোন্দোতে সাধারণ বঞ্চিত নির্যাতিত নাগরিক হিসেবে। গার্সিয়া মার্কেস এক সাক্ষাৎকারে এই গল্পের ভাষা সম্পর্কে বলেন, 'বৃদ্ধ রানি-মার অন্ত্যেষ্টি' গল্পে যে ভাষা ব্যবহার করেছি তা সংক্ষিপ্ত, সংযমী এবং আমার এক ধরনের সাংবাদিক সুলভ চেষ্টা লক্ষ করা যায়।' ফলত এই গল্পটিতে কোন ট্র্যাডিশন াল গল্পের ছাপ নেই এবং রানি-মাকে নিয়ে সংবাদ পত্রের রিপোর্টিংও নয়। তবে গল্পর উপাদান ছড়ানো। সেখান থেকে গল্প-কাহিনীকে বের করে আনা যায়।

একদিকে জমিদারতন্ত্রের প্রতিনিধি রানি-মা, অন্যদিকে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি, যিনি এসেছিলেন বৃদ্ধ রানি-মার অন্ত্যেষ্টিতে। এই সময়টাকে ধরে এই গল্পে এসেছে র াজনীতি প্রসঙ্গ যাকে গার্সিয়া মার্কেস বলেছেন নৈতিক ধনরত্ন বা অদৃশ্য সম্পত্তি যথা ঃ মাটির নিচের সম্পদ, রাষ্ট্রিয় সার্বভৌমিকতা, প্রচলিত রাজনৈতিক দল, মানব াধিকার, নাগরিক স্বাধীনতা, সুপ্রিম কোর্ট ও বিচার ব্যবস্থা, রাষ্ট্রশক্তি-মিছিল-আন্দোলন, স্বাধীন অথচ দায়িত্বশীল প্রেম ইত্যাদি। যে সব রাজনীতি আমদানি করা নিষিদ্ধ তারও একটি তালিকা আছে এই গল্পে, যথা ঃ জনমত ও গণতন্ত্র, কমিউনিষ্ট বিপদ, প্রজাতান্ত্রিক ঐতিহ্য এবং বঞ্চিত শ্রেণীর মানুষেরা ইত্যাদি। এইসব নৈতিক ধনরত্ন নিয়েই বৃদ্ধ রানি-মার রাষ্ট্রশক্তির মহিমাকে এই গল্পে সাজানো হয়েছে, কীর্তিত করা হয় নি।

এইসব নৈতিক ধনরত্নের তালিকা বৃদ্ধ রানি-মা নোটারিতে (সরকারি আইন সংক্রান্ত অফিসার) ডিক্টেট করার পরেই রানি-মা সশব্দে হেঁচকি তুলে মারা যান। বৃদ্ধ রানি-মার অন্ত্যেষ্টি উৎসবে ইতালি থেকে মহামান্য পোপএসেছিলেন। তারপর এলেন প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট। সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তিরা বৃদ্ধ রানি-মার কফিন ক াঁধে তুলে পথে নেমে এলেন।

এই গল্পের বাস্তবতাটা এই রকম ঃ দেশ পরিচালনার আসনটিতে জমিদার পুঁজিপতিদের মধ্যে পরিবর্তনের সংবিধানগত সুযোগ থাকার ফলে আপাত গণতন্ত্রের নামে কলম্বিয়ায় কার্যত এক বিচিত্র স্বৈরাচারী শাসন কার্যকরী হয়ে আছে। ক্ষমতার সর্বোচ্চ আসনে (যেমন এইগল্পের রানি-মা) অধিষ্ঠিত ব্যক্তিটির মনোনীত মানুষই সে দেশের জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব পালন করেন (যেমন, এই গল্পের রাষ্ট্রপতি) ভোটের সময় কাদের ভোট নেওয়া হবে সেটাও পূর্ব নির্ধারিত। স্বৈরততন্ত্রের প্রতি যৌবনের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ নির্মম ঘৃণা নিয়ে আজও গার্সিয়া মার্কেস কাজ করে যাচ্ছেন।

পঞ্চাশের দশকে লেখা একটি উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পের নাম 'রাতজাগা তিন স্বপ্নচারীর তিক্ততা Bitterness For Three Sleep Walkers এই গল্পটি শু হতে পারত মাঝখানের একটি অনুচ্ছেদের অংশ থেকে, মেয়েটি দোতলার জানালা থেকে নিচে উঠোনের শক্ত মাটিতে পড়েছিল। হাত পা ভাঙার বদলে অ াস্ত সুস্থ অবস্থায় সেখানে ভিজে কাদার উপর উপুড় হয়ে শুয়েছিল। আমরা কাঁধ ধরে হাতে তুললাম, আমরা যেমন ভেবেছিলাম তার শরীর তেমন শক্ত হয়ে ওঠেনি। বরং তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি ছিল নমনীয়, তাঁর ইচ্ছাশক্তির নিয়ন্ত্রণের বাইরে, যেন কোন মৃতদেহ এখনো একটু গরম আছে, শক্ত হতে শু করে নি।' কিন্তু গল্পটি ঐ ভাবে শু হয় নি, কারণ গল্পকার হচ্ছেন গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস, মধ্য বিংশ-শতাব্দীর বিশ্বের একজন তীক্ষ্ণ এবং মননশীল ছোট গল্পকার। গল্পের ট্র্যাডিশন তাঁকে গ্রাস করে না। তিনি ঐতিহ্য তৈরি করেন। যে মেয়েটি এই মলিন ও বিস্বাদ জীবনে অভ্যস্ত হতে পারছিল না, যে মেয়েটি ভবিষ্যতে স্বেচ্ছায় এককোণে গোপন জীবন যাপন করতে পারতো, যে মেয়েটি কোন স্বচ্ছল বুর্জোয়া বাড়ির বৌদের ঘড়ি ধরে চলা মানুষের রক্ষিতা হতে পারত তাহলে সে হতেপারত সংসারের সম্মা নিত গৃহিণী, পাথরের মতো শক্ত নিঃসঙ্গতা ছাড়া যে মেয়েটির আকর্ষণ করার মতো কিছুই নেই no attraction except that harsh, walled solitude, সেই মেয়েটিকে নিয়েই তিনজন রাতজাগা স্বপ্নচারীর অনুভবের তিক্ততাকে প্রকাশ করেছেন গল্পকাল। মেয়েটি দোতলার জানালা থেকে নিচে উঠে ানের শক্ত মাটিতে পড়েছিল। কেন পড়েছিল তার কোন গল্প এখানে নেই। আত্মহত্যা করার চেষ্টা হতে পারে, নাও হতে পারে। সিদ্ধান্তে আসা যায় না। আরেক জ ায়গায় আছে, এক স্বপ্নচারীর কথা 'আমি তাকে বাহুবন্ধনে আগেই বেঁধে ফেলা সত্ত্বেও--।' এখানেও কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় না যে প্রেম, না প্রত্যাখান, না শরীরী বন্ধন। তিনজনের যে কেউ একজন হতেপারে। গল্পের শেষে আছে, অন্তত এর দন আমরা স্বপ্ন দেখতে পারব যে বাড়ির মধ্যে একটি শিশু জন্মেছে। বিশ্বাস করতে প ারব মেয়েটিই নতুন করে জন্ম নিয়েছে।' এই শিশুটি কে? এর কোন ব্যাখ্যা নেই, কোন স্পষ্টতা নেই। মেয়েটির পেটে কি অবৈধ সন্তান অথবা মেয়েটিই আবার নতুন করে বাঁচবে বলে নতুন করে জন্ম নিয়েছে? তবে বিপন্ন সামাজিক ও পারিবারিক সংকটাপন্ন অবস্থান থেকে লেখা এই ব্যতিক্রমী ছোটগল্পটি।

রাতজাগা স্বপ্নচারীর মতোই একটি দরিদ্র মৃত্যুপথযাত্রী মহিলাকে দেখে স্বপ্নের ঘোরে এলোমেলো চিন্তা ভাবনার তিক্ততা ফুটে উঠেছে এই গল্পে, হয়তো রাতজাগা তিন স্বপ্নচারীর তিক্ত স্বপ্নের মধ্যে রয়েছে জীবনবোধে উজ্জ্বল সনাক্তকরণ যে মেয়েটি নতুন করে বেঁচে থাকার জন্য জন্ম নিক। এই গল্পটিও বিবৃতিমূলক। কোন সংলাপ নেই। তিনজন স্বপ্নচারীর আত্ম-বিশ্লেষণ। তাদের চোখে ও মননে ধরা দিয়েছে এই ধ্বস্ত, তিক্ত হতাশায় আক্রান্ত দরিদ্র-অসহায় এই মেয়েটি। ভাষায় এবং চিত্রকল্পের যাদুতে বা টানে পাঠককে অবশ করে রাখে। এই ছোটগল্পটিকে গার্সিয়া মার্কেসের অল্পবয়সের (বয়স ২১/২২) অপরিণত গল্প বলা যাবে না। বেশ ভাবন াচিন্তা করে লেখা এই ছোটগল্প অনুভবের-মনস্তত্ত্বের অন্যরকম ছোটগল্প। কোন যাদু বাস্তবতার প্রভাব নেই।

পঞ্চাশের এবং ষাটের দশকে কলম্বিয়ায় রক্তাক্ত রাজনৈতিক দমন-পীড়ন চলছিল। রক্ষণশীল দল Conservative party পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসে। ফিরে আসা মাত্রই ভায়োলেন্স ছড়িয়ে পড়ে। দলের নেতারাই উসকে দেন। বাম-আদর্শে বিশ্বাসী জনপ্রিয় লিবারেল পার্টির নেতা হোর্হে গাইতানকে গোপনে হত্যা করা হয় ১৯৪৮-এ। বেগোতায় দুই পার্টির দ্বন্দ্ব চরমে অবস্থান করে। দুই দলের কৃষকদের মধ্যে দীর্ঘকালীন লড়াই চলতে থাকে। কিউবার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রভাব যে সময় কলম্বিয়ার রাজনীতিতে এবং সাহিত্য-সংস্কৃতিতে ছড়িয়ে পড়ে। আইনশৃঙ্খলার অবনতির সুযোগ নিয়ে ক্ষমতায় চলে আসে জেনারেল গুস্তাভ রোহ াস ১৯৫৩-১৯৫৭-য়। কিন্তু আইন শৃঙ্খলা আরও বেশি ভেঙে পড়ল। কমিউনিস্টরা গ্রামাঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধ শু করে দিল। প্রেস-সেনসারসিপ কঠোর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। পুনরায় লিবারেল এবং কনজারভেটিভ পার্টির নেতারা দেশের চরমতম অবস্থার কথা ভেবে একসাথে বসে একটি জাতীয় ফ্রন্ট National Front 1958-1974 গঠন করে এবং ভোট নির্ভর গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পত্তন করে। এরকম রাজনৈতিক পরিবেশে কথা শিল্পী গার্সিয়া মার্কেসের আবির্ভাব।

তিনি একটি সাক্ষাৎকারে এই সময় (পঞ্চাশের দশক) সম্পর্কে বলেন ঃ 'আমার যুদ্ধংদেহি বন্ধুদের দেখে সেসময় আমি ভয়ানক একটি অপরাধবোধে, একটা হীনমন্যতায় ভুগতাম। ওরা বলতো, তোমার উপন্যাস তো কিছুই করে না, না তিরস্কার, না উন্মোচন। এখন আমার কাছে এ ধরনের বক্তব্য খুব সঠিক বলে মনে হয় না। কিন্তু তখনকার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয়েছিল যে দেশের তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক এবং সামাজিক বাস্তবতায় নিজেকে আরো বেশি করে জড়ানো উচিত ছিল।' পঞ্চ াশের দশকের শেষ এবং ষাটের দশকের সুর সময়টাকে বলা হয় Boom-এর সময়। কুবার বিপ্লব লাতিন আমেরিকার সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছিল, আলো ড়িত করেছিল। ফলত গার্সিয়া মার্কেস মাটির প্রতি দায়বদ্ধ, থেকে সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন অন্য ধারায় অন্য ছকে।

ঐ ঔচিতবোধ থেকে তিনি যে দুটি গল্প লিখেছেন, (এক) বৃদ্ধ রানি-মার অন্ত্যেষ্টি (দুই) মন্তিয়েলের বিধবা পত্নী, সেই দুটি গল্পমাত্র এই আলোচ্য সূচিতে রাখা হয়েছে। কারণ এই দুটি গল্পে রাজনৈতিক প্রভাব প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে বিস্তার লাভ করেছিল। সেটা লক্ষ্য করা গেছে বৃদ্ধ রানি-মা ছোটগল্পটি আলোচনা করতে গিয়ে।

এখানেও 'মন্তিয়েলের বিধবা পত্নী Montiel's widow' ছোটগল্পটিতে রাজনৈতিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতার মানবিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। ষাটের দশক শু। টালমাটাল কলম্বিয়া। দারিদ্রের গতি নিম্নগামী। দরিদ্র জনমানসে চরমতম আঘাত। সরকার বিরোধী পার্টি সদস্যদের নির্বিচারে হত্যা। বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। ধনী শ্রেণীর শোষণ ও হৃদয়হীন অত্যাচার থেমে নেই। অসামাজিক গতি অব্যাহত। সেরকম অসামাজিক পরিবেশ থেকে গার্সিয়া মার্কেস তুলে নিয়েছেন একটি চরিত্র স্বর্গত হোঁসে মন্তিয়েলের স্ত্রীকে। হোঁসে মন্তিয়েলের সদ্যপ্রাপ্ত মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর স্ত্রীর মনোবিশ্লেষণই এই গল্পের পটভূমি। কে এই হোঁ াসে মন্তিয়েল!
গার্সিয়া মার্কেস তার পরিচয় ছড়িয়ে দিয়েছেন গল্পে। যেমন--
এক) শাসক দলের অনুচর হওয়ার পর হোঁসে মন্তিয়েল ভয় দেখিয়ে শহরের সব ব্যবসাকে একচেটিয়াভাবে নিজের করে নিয়েছিলেন।
দুই) বৈদ্যুতিক আলো আর নকল মার্বেলে সাজানো সমাধিতে শুয়ে হোঁসে মন্তিয়েল ছয় বছরের হত্যা আর অত্যাচারের দাম শোধ করছেন।
তিন) হোঁসে মন্তিয়েলের মতো এতো কম সময়ে এতো বড় ধনীলোক দেশের ইতিহাসে কেউ কখনও হয় নি।
চার) স্বৈরতান্ত্রিক প্রশাসন ১৯৫৮ প্রতিষ্ঠিত হবার পর শহরে যখন প্রথম মেয়র এলেন তখন হোঁসে মন্তিয়েল মেয়রের দলে ঢুকে মেয়রের বিশ্বস্ত চর হয়ে গেলেন।
পাঁচ) দিনের পর দিন মেয়রের সঙ্গে দম বন্ধ করা অফিসঘরে বসে হোঁসে মন্তিয়েল পাইকারি হারে হত্যার নিখুঁত পরিকল্পনা করতেন।
ছয়) হোঁসে মন্তিয়েল তার শত্রুদের ধনী ও গরিব এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করতেন। গরিবদের ময়দানে দাঁড় করিয়ে পুলিশ হত্যা করত।
এই হচ্ছে হোঁসে মন্তিয়েলের পরিচয়।

এইভাবে এক বছরের মধ্যে বিরোধীরা সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এবং হোঁসে মন্তিয়েল শহরের সবচেয়ে ধনী এবং ক্ষমতাশীল মানুষে পরিণত হলেন। কিন্তু এই বিপুল ধনসম্পদ উপভোগ করার জন্যে মন্তিয়েল ছটা বছরও বাঁচতে পারলেন না।

হোসে মন্তিয়েলের এরকম অসামাজিক কাজকর্ম, যথাত্রমে, তাঁর স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব, গরিবদের হত্যার পরিকল্পনা, সরকারের অনুগত ভৃত্য, বড়লোক ব্যবস ায়ীদের শহর থেকে তাড়িয়ে তাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি হাতড়ানো। ইত্যাদি তাঁর স্ত্রী সমর্থন করতেন না। এখানেই হোঁসে মন্তিয়েলের সাথে তাঁর স্ত্রীর দ্বন্দ্ব সংঘ াত ছিল। তাঁর স্ত্রী মন্তিয়েলকে সাবধান করে বলতেন ঃ এ রকম বোকামি করো না, এভাবে নিজের সর্বনাশ ডেকে এনো না। বা Use your influence with the government to get them to take that beast away, he's not going to leave a single human being in town alive. এখানে মন্তিয়েলের বিধবা পত্নী খুনি মেয়রকে সহযোগিতা করতে বারণ করছেন। ঐ খুনি মেয়র পশুটাকে শহর থেকে তাড়িয়ে দিতে বলেছেন।

এই হোঁসে মন্তিয়েল কুড়ি বছরের মহিলাকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে এসে সংসার পাতেন। সে সময় তিনি আন্ডারওয়্যার পরে চালকলের গদিতে বসে কাজ করতেন। কষ্টের দিন সরে যেতে থাকে। অবশেষে স্বৈরতান্ত্রিক সরকারেরও মেয়রের অনুচর হয়ে প্রচুর সম্পত্তির মালিক এবং একচেটিয়া ব্যবসাদার হয়ে বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করেন। হোঁসে মন্তিয়েলের একটি ছেলে জার্মানির দূতাবাসে এবং দুটি মেয়ে প্যারিসে থাকে। তারা কেউ বাবার অন্ত্যেষ্টিতে আসে নি। তারা হিসেব করে কুড়ি ডলারের মধ্যে শোক-বার্তা পাঠিয়ে দিয়েছিলে মায়ের কাছে। হোঁসে মন্তিয়েলের সৎকার যাত্রা এবং অন্ত্যেষ্টিত্রিয়া শেষ হয়ে গেলে মন্তিয়েলের বিধবা পত্নী নিজেকে ঘরে বন্দি করে রাখেন। মন্তিয়েল পরিবারের বন্ধু বৃদ্ধ নিগ্রো কারমাইকেল তাঁর দেখাশোনা করেন। এখন মন্তিয়েলের বিধবা পত্নীর হাতের কাছে স ম্পত্তি বলতে আছে শুধুমাত্র স্বামীর একটি সিন্দুক। কিন্তু তিনি তা খুলতে পারছেন না। কারণ সিন্দুকের চাবিটাও অসংখ্য গোপন জিনিসের সাথে হোঁসে মন্তিয়েল কবরে নিয়ে গেছেন। ফলত বিধবা পত্নী বাইরের পৃথিবীর সাথে একমাত্র সংযোগ রাখেন মেয়েদের কাছে প্রতি মাসে চিঠি লিখে। কিন্তু কোনদিনই তিনি ছেলে-মেয়েদেরকে কলম্বিয়াতে আসতে লেখেন না। চিঠিতে তিনি জানিয়ে দেন, 'এটা একটা ধবসে যাওয়া শহর, এখানে আর এসো না। ওখানেই বরাবরের জন্য থেকে যাও। আমার জন্যে চিন্তা করো না। তোমরা সুখে আছ জেনেই আমি খুশি' সময়টা ছিল কলম্বিয়ার হিংসার কাল, ১৯৫১। মারামারি, কাটাকাটি, খুনোখুনি। যথার্থ মায়ের স্নেহ-মায়া-মমতা জড়ানো চিঠি। একেই বলে মাতৃস্নেহের ত্বিজনীনতার অভিরূপ প্রকাশ। দুই কন্যারও তাদের নিজেদের দেশে ফিরে যাবার ইচ্ছে নেই। ম ায়ের ঐ চিঠির উত্তরে দুই কন্যা লিখে জানায়, যে দেশে রাজনৈতিক কারণে মানুষ খুন হয় এমন জঙ্গলের দেশে বেঁচে থাকা অসম্ভব। There, on the other hand, it's not a good atmosphere for us. It's impossible to live in a country so savage that people are killed for political reason

এ ছাড়া এই ছোটগল্পটিতে গার্সিয়া মার্কেস একটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যবহার করেছেন। হোঁসে মন্তিয়েলের বিধবা পত্নী দাঁত দিয়ে নখ খুঁটতে খুঁটতে চিন্তা করেন। চিন্তায় মগ্ন থাকেন। অনবতর দাঁত দিয়ে নখ কাটতে কাটতে সেখান থেকে রক্ত বের করেন। বুড়ো আঙ্গুলটাতে প্লাস্টার দিয়ে ব্যান্ডেজ বাঁধতে হয়। গল্পের শেষে এই মনস্তা ত্ত্বিক প্রতিত্রিয়াটি পাঠক লক্ষ্য করবেন। রাজনৈতিক কারণে নিজের দেশের নাগরিকদের হত্যা করে রক্ত ঝরানোর চত্রান্তের আড়ালে থেকে গেছেন তাঁর স্বর্গত স্ব ামী হোঁসে মন্তিয়েল। সেটা বিধবা পত্নী চোখে দেখেছেন এবং চত্রান্ত নিয়ে স্বামীর সাথে তর্ক-বিতর্কও করেছেন। কিন্তু স্ত্রীর তর্ক-বিতর্কে কর্ণপাত করেন নি। ফলত প্রতিবাদহীন রক্ত ঝরানোর যন্ত্রণা স্ত্রীর ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে গেছেন। এখানেই প্রতীকটির সার্থকতা বিচার করা যেতে পারে। এই গল্পের শেষটি অতুল প্রসাদে তৃপ্ত করে পাঠককে। শেষটির ব্যঞ্জনাধর্মিতা অতীন্দ্রিয় অনুভবে জাগিয়ে রাখে পাঠককে। বাংলা অনুবাদের চেয়ে ইংরেজিটা যেন আরও বেশি পাঠককে আবেশ-বিহ্বল করে রাখে ঃ For a moment she Montiel's widow heard the vibration of distant thunder. Then she fell asleep with her head bent on her breast. The hand with the rosary fell to her side, and then she saw Big Mama in the patio with a white sheet and a comb in her lap, squashing lice with her thumbnails. She asked her, 'When am I going to die; Big Mama raised her head, "When the tiredness begins in your arm." এতো সহজ-সরল স্বাভাবিকভাবে ঠাকুমার সময় থেকে অতিসাধারণ উকুনের গভীর তাৎপর্যময় প্রসঙ্গটা শৈল্পিক সৌন্দর্যে তুলে ধরেছেন, যা আমাদের বিস্মিত করে।

একটি সাধারণ ছোটগল্পের অসাধারণ শিল্প-সৌকর্য। ছোটগল্পটির নাম 'বালথাজারের আশ্চর্য বিকেল' Balthazar's Marvellous Afternoon (১৯৬২)। একটি পাখির খাচাঁকে নিয়ে এই গল্প। এমন সুন্দর খাঁচা পৃথিবাতে আর একটিও নেই, প্রতিবেশিদের ও রকমই ধারণা। সবাই খাঁচার প্রশংসা করছে। খাঁ াচাটা তৈরি করেছে বালথাজার, ত্রিশের যুবক। সে এক জন ছুতোর মিস্ত্রি। তার স্ত্রীর নাম উরসুলা। বিয়ে করে নি, তবে স্বামী স্ত্রী হিসেবে থাকে,

বালথাজারের কোন সন্তান না থাকায় সে হোঁসে মন্তিয়েলের (এই গল্পেও হোঁসে মন্তিয়েল নামটি গার্সিয়া মার্কেস ব্যবহার করেছেন) ছেলের জন্যে খুব যত্ন নিয়ে পরিশ্রম করে খাঁচাটা তৈরি করেছে। হোঁসে মন্তিয়েল একজন বড় লোক প্রতিবেশী। উরসুলার ইচ্ছে, বালথাজার যেন ষাট পেসো দিয়ে খাঁচাটাকে বিত্রী করে। একজন প্রতিবেশী বৃদ্ধ ডাত্তার সুন্দর খাঁচাটাকে দেখে কিনতে চায়। কিন্তু যেহেতু বালথাজার হোঁসে মন্তিয়েলের ছেলেকে কথা দিয়েছে, সেহেতু সে হোঁসে মন্তিয়েলকেই খাঁচাটা বিত্রী করবে, ওর সন্তান, পেপের জন্যে। সে খাঁচাটা নিয়ে গেল হোঁসে মন্তিয়েলের বিশাল বাড়িতে। তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল। এ সময় হেঁ াসে মন্তিয়েল বাড়িতেই থাকে। সে খাঁচাটা দেখল, কিন্তু কিনল না। কারণ তাকে না জানিয়ে বালথাজার শুধু পেপের কথা শুনে ওটা তৈরি করে এনেছে। খাঁচাটা ফিরিয়ে দিতেই বালাথাজার একবার পেপের মুখের দিকে তাকাল, Balthazar observed the child as he would have observed the death throes of rabid animal.

পেপের মুখে যন্ত্রণার ভাষা পড়ার পর বালথাজার পেপেকে কাছে ডেকে ওর হাতে খাঁচাটা দিয়ে বলে হোঁসে মন্তিয়েলকে "I made it expressly as a

gift for Pepe, I didn't expect to charge anything for it. কিন্তু ছোটগল্পটিকে গার্সিয়া মার্কেস এখানেই শেষ করেন নি। আরও দুটি অনুচ্ছেদ পর্যন্ত এগিয়ে গেছেন তিনি। মদের দোকানে মাতাল অবস্থায় বালথাজারকে নিয়ে গেছেন এক যন্ত্রণার জগতে। সেখানে আছে পেপের মতো সন্তানের জন্যে মুষ্টিমুত্ত যন্ত্রণা, দারিদ্র মোচনের জন্যে হাজার খাঁচা বানিয়ে দশ লক্ষ পেসো উপার্জনের এক নীল স্বপ্নের যন্ত্রণা; ধনীরা একদিন শেষ হয়ে যাবে তার আগেই খাঁচা বেচতে হবে এবং ধনীর মৃত্যু কামনা এ এক অপূর্ণ ইচ্ছা-যন্ত্রণা; উরসুলার ভালবাসা এবং তার সুখের উজ্জ্বল মুখ দেখতে না-পাবার যন্ত্রণা;-এরকম আরও আরও বিষ-যন্ত্রণা। সেদিন বালথাজার মদের দোকান থেকে রাতে আর বাড়ি ফেরে নি। উরসুলা মধ্যরাত পর্যন্ত স্বামীর খাবার নিয়ে অপেক্ষা করেছিল। সবাই মদের দোকান থেকে বাড়ি ফিরে গেছে। একমাত্র বালথাজার ফাঁকা হলের সামনের রাস্তায় বেহেড মাতাল অবস্থায় শুয়ে পড়ে আছে। গল্পের শেষ বাক্যটি ঃ "The woman who passed on their way to five O'clock Mass didn't dare look at him, thinking he was dead. (ভোর পাঁচটায় প্রার্থনা সভায় যাবার সময় মহিলারা ওর দিকে তাকাবার সাহস পাচ্ছে না, ওরা ভেবেছে মানুষটা মারা গেছে) গার্সিয়া মার্কেসের পাঁচের এবং ষাটের দশকে লেখা ছোটগল্পের ধারা এবং প্রভাব সত্তর দশকেও দেখতে পাওয়া যায়। সত্তর দশকের শুতেই যে ছোটগল্পটি 'ভালবাসা পেরিয়ে শাশ্বত মরন *Death Constant Beyond Love' তিনি লিখেছেন, ঠিক আগের মতই সেখানে আছে এক ভোটপ্রার্থী সেনেটরের কথা। নির্বাচনি প্রচারের টানা পোড়েন এবং 'রাজনীতি নিয়ে ভালই ধান্দাবাজি' --এমত রাজনৈতিক অসংগতির উজ্জ্বল চিত্র আছে। তবে এই গল্পটি ঠিক উচচমানের নয়, আবার অতি সাধারণও নয়। সেনেটরের জীবনযন্ত্রণা, যৌনতা, বেদনা, নিঃসঙ্গতা থাকা সত্ত্বেও পাঠকের চিন্তা-ভাবনাকে পাঠ-শেষে বিস্তারিত করে না। সেনেটরের ডাত্তার বলে দিয়েছে যে সেনেটারের একটা খারাপ রোগ হয়েছে এবং সে ছমাস ১১দিন পরেই মারা যাবে। তবুও সে দ্বিতীয় নির্বাচনে দাঁড়িয়েছে এবং নিজের নির্বাচনি কেন্দ্রে এসেছে বত্তৃতা দিতে। সেখানে সেনেটারের বন্ধু নেলসন ফারিনা থাকে। এই ফারিনা প্রথম স্ত্রীকে খুন করে পরে একটি নিগ্রো মেয়েকে বিয়ে করেছে। এবং দ্বিতীয় স্ত্রীও একটি কন্যাসন্তান জন্ম দিয়ে স্বাভাবিক ভাবে মারা গেছে। সেই কন্যা সন্তাটির বয়স এখন উনিশ। উনিশ বছরের কন্যা সন্তান লরাকে ফারিনা সেনেটারের কাছে পাঠিয়েছে একটি ভুয়া পরিচয়-পত্র লিখিয়ে আনার জন্য। এর আগে অনেকবার চেষ্টা করেও নেলসন সেনেটারের কাছ থেকে আদায় করতে পারে নি। লরা ভালবাসার অভিনয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে সেনেটরের কাছে গেছে যে সেনেটারের পাঁচটি সন্তান ও জার্মান স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও অসুখী এবং নিঃসঙ্গ। লরাকে দেখে সেনেটর ছমাস বাদে তার মৃত্যুর কথা ভুলে যায়, নিঃসঙ্গতা ভুলে যায়। সে এখন লরার ভালবাসা চায়, যৌনসুখ চায়। লরা যৌনসুখ দেবার আগে বাবার জন্য ভুয়া পরিচয়-পত্রটি লিখিয়ে নিতে চায়। সেনেটর সব বুঝতে পারে। প্রতারণা বুঝতে পেরেও সে আর যৌনসুখ চায় না, সে শাশ্বত মরণের আগে লরার ভালবাসা চায়। যৌন কামনা নয়, সুখের জীবন হচ্ছে মানুষের ভালবাসা এবং সঙ্গ লাভ লরাকে পাশে নিয়ে সে শুধু শুয়ে থাকতে চায়।

।। তিন।। চিত্রকল্প, বৃষ্টি এবং গির্জার ভূমিকা

চিত্রকল্প, বৃষ্টি এবং গির্জা বা পাদরি গার্সিয়া মার্কেসের ছোটগল্প থেকে এই তিনটি গুত্বপূর্ণ শব্দকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। পঞ্চাশের এবং ষাটের দশকের প্রায় প্রতিটি ছোটগল্প এই তিনটি শব্দের সার্থক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এই শব্দত্রয় ব্যবহৃত হয়েছে স্বাভাবিকভাবে, বর্ণনার প্রয়োজনে, পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজনে। কখনওবা এসেছে ব্যঞ্জনার প্রয়োজনে, গল্পের প্রয়োজনে।

গল্পকারের অভিজ্ঞতা এবং গভীর অনুভবের একাত্মতার ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসে সার্থক চিত্রকল্প। চিত্রকল্প হচ্ছে ছোটগল্পের অলংকারিক ভাষা। গল্পকারের অভিজ্ঞতা এবং গভীর অনুভবের একাত্মতায় চিন্তাজারিত হয়ে একটি সার্থক চিত্রকল্প জন্ম নেয় উপমা, উপমান, উপমিত, রূপক, কল্পনা ইত্যাদির মিশ্রস্বভাবে লেখকের কলমে। চিত্রকল্প দুরকমের (এক) ভাবপ্রধান চিত্রকল্প, (দুই) বস্তুপ্রধান চিত্রকল্প। (এই প্রসঙ্গে বর্তমান লেখকের লেখা ঃ' ছোটগল্প' সামাজিক যোগসূত্র বই-এর 'ছোটগল্প নন্দনতত্ত্ব, প্রবন্ধটি পড়ে নিতে পারেন)। গার্সিয়া মার্কেস যে সব চিত্রকল্প ছোটগল্পে ব্যবহার করেছেন, সেসবচিত্রকল্প ভাবনা মূলতঃ বস্তুজগত থেকে উঠে এসেছে, বিশেষকরে পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকের গল্পগুলিতে।

'মাকোন্দোয় বৃষ্টি দেখে ইসাবেলের স্বগতোক্তি' ছোটগল্প গার্সিয়া মার্কেস বেশ কয়েকটি আকর্ষক চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন। উদাহরণ (এক) কমদামি ভেজা সাবানের মতো হয়েছে মাটি। (দুই) মন হতো সময়ের দুর্নিবার ভারে চাপা পড়ে আমরা মৃত। (তিন) বিষণ্নতার ঢাকা কোনো অন্ধকারে যেমন অপরিচিত মানুষের স্বপ্ন এক বিচিত্র স্বাদ রেখে দেয় জেগে ওঠার পর। (চার) বিকেল তিনটে নাগাদ রাতের অন্ধকার নেমে এসেছে- এই রাত নাবালিকা এবং শীর্ণকায়, মন্থর, বিরক্তিকর, ছন্দহীন। (পাঁচ) অপুষ্ট অকাল পক্ক অন্ধকার এখন শান্ত, বিষাদগ্রস্ত। (ছয়) এক অল্পস্থায়ী শক্তপোত্ত দেহ পাকা ফলের মতো উঠানের জলে পড়ে ডুবে গেল। আরো আছে। এইসব প্রাঞ্জল চিত্রকল্পের সার্থক প্রয়োগ গল্পের মূলভাবনাকে বুঝতে সাহায্য করে পাঠককে। এছাড়া এখানে, এই ছোটগল্পটিতেও বৃষ্টি এবং গির্জার ভূমিকা যেন প্রধান চরিত্র হয়ে উঠেছে ঃ গল্পের শুতেই গির্জার প্রার্থনা সভা, শেষেও তাই।

'রাতজাগা তিন স্বপ্নচারীর তিক্ততা' ছোটগল্পে বাস্তব চিন্তা ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে বিশেষ কিছু চিত্রকল্পে। উদাহরণ (এক) সর্বদা ঘাড়ের উপর চেপে বসে থাকা, পাথরের মতো শক্ত নিঃসঙ্গতা ছাড়া কিই বা আকর্ষণ আছে। (দুই) মেয়েটি চোখখোলা রেখে কবরের স্বাদ মেশানো মাটি ঠোঁট থেকে মুছল। ইতিমধ্যে আমরা তাকে সূর্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুইয়ে দিলাম, যেন আয়নার সামনে রেখেছি। (তিন) আমরা দেয়ালগুলো পরিষ্কার করলাম, উঠোনের গাছগুলো কাটলাম যেন আমরা টুকরো টুকরো আবর্জনার সাহায্যে রাতের নীরবতা পরিষ্কার করছি। (চার) বাইরে উঠোনে বসে, পোকামাকড়ের গভীর নিশ্বাসের মধ্যে আমরা মেয়েটির কথা চিন্তা করতে লাগলাম। যে বয়স্ক মেয়েটি দোতলার জানালা থেকে নিচে পড়েছিল সেই মেয়েটির বিষণ্নতা, নিঃসঙ্গতা, একাকিত্ব, প্রেমহীনতার পরিবেশ তৈরি করে ঐসব দুর্লভ চিত্রকল্প। এই ছোটগল্পও আছে বৃষ্টির কথা এবং গির্জার প্রার্থনা সভার কথা। যেমন, সে সিমেন্টের মেঝের উপর গলা রেখে রবিবারের প্রার্থনাগুলি মনে করছিল। এবং একদা তার ত্বক বৃষ্টির প্রত্যাশিত স্নিগ্ধতা অনুভব করত।

'এমন একদিন' ছোটগল্পে সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় এবং বিস্তৃত ভাবনায় সমৃদ্ধ কিছু উল্লেখযোগ্য চিত্রকল্প লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ (এক) মুখ বাড়াতেই চোখে পড়ল দুটো বিষণ্ন বাজপাখি পাশের বাড়ির বাঁশের লগিতে বসে সূর্যের তাপে শরীর সেঁকে নিচ্ছে। (দুই) ডাত্তার যখন হাত ধুচ্ছেন, মেয়র ওর মাথার ওপর তাকিয়ে দেখলেন সিলিং ভগ্নপ্রায়, ধুলোভর্তি মাকড়সার জাল, জালে অটকানো ডিম আর মরা পোকামাকড়। (তিন) শীর্ণ অথচ ঋজু ডাত্তারের চোখের ভাষায় বোঝা যায় না তিনি

কি করছেন, যেমন বধিরের দৃষ্টিতেও স্পষ্ট বোঝা যায় না। অত্যাচারী মেয়রের দাঁত তোলার প্রসঙ্গে দাঁতের ডাক্তারের ভূমিকার ইঙ্গিতবাহী এই সব চিত্রকল্পের ব্যবহার পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয় না। এখানেও বৃষ্টির কথা এভাবে এসেছে 'এবার তার মনে হল দুপুরের খাবারের আগেই বৃষ্টি নামবে।' বৃষ্টি মানুষের আচরণকে যে তীব্রভাবে প্রভাবিত করে, অনেক গল্পে লক্ষ্য করা যায়। 'মঙ্গলবারের দিবনিদ্রা' গল্পে বাংলাদেশের একটি প্রাকৃতিক ছবি চলে এসেছে গার্সিয়া মার্কেসের কলমে, 'সমান্তরাল স রাস্তায় সবুজ তরিতরকারি ভরতি গর গাড়ির সার চলেছে নিজস্ব গতিতে। রাস্তার ওধারে পতিত জমি যেখানে চাষের চিহ্ নেই। ....গ্রামের অপর প্রান্তে শস্যহীন শুষ্ক সমতল—ঐখানে চাষের খেতখামার নেই।, কলম্বিয়ার গ্রামাঞ্চলের দারিদ্রের সাথে সাদৃশ্য খুঁজে পাই আমাদের দারিদ্রের।

এই গল্পেও আছে বৃষ্টির ভূমিকা, বিধবা মেয়ে সেনোরা রেবেকা একা একটা বাড়িতে থাকেন। যে বাড়িতে থালা বাসনের শব্দ নেই। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে। গল্পের শেষে এসেছে পাদরির গুত্বপূর্ণ দায়বদ্ধতা এবং ছোটগল্পে পাদরির আগমন সূত্রে।

একটি অসাধারণ চিত্রকল্প পাই 'বৃদ্ধ বানি-মার অন্ত্যেষ্টি' গল্পে। বৃদ্ধ রানি-মার কফিন কাঁধে তুলে নিলেন সম্মানিত এবং ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা। তারপরেই চিত্রকল্পটা এসেছে এইভাবে, 'ঠিক তখনই উড়ে যাওয়া পায়রাদের ছায়া প্রহরীর মতো ঘিরে ছিল কফিন' প্রহরী এবং পায়রা এইভাবে বিপরীতধর্মী ভাবনার অবস্থান অবশ্যই লক্ষণীয়। এই গল্পেও ছড়িয়ে আছে, বৃষ্টির পরিবেশ এবং পাদরিদের ক্ষমতার প্রতি অসীম দায়বদ্ধতা। গল্পের শুতেই আছে, 'মৃত্যুর পর তাঁকে সন্তের সম্মান দেওয়া হয় আর, তার শ্রাদ্ধে আসেন দেশের ক্যাথলিক গির্জার সর্বোচ্চ ব্যক্তি। প্রতিফলিত হয়েছে ইয়ুরোপের মতো চার্চের ব্যাপক প্রভাব।

'এই শহরতলিতে চোর নেই' গল্পেও বৃষ্টি, গির্জা এবং চিত্রকল্প যথারীতিভাবে খুঁজে পাওয়া যায়। উদাহরণ, (এক) টলতে টলতে বেরিয়ে যায় দামাসো। জ্যোৎস্না স্নাত নদীর রহস্যময় উজ্জ্বলতায় ওর মাথার মধ্যে একফোঁটা জ্যোতি প্রবেশ করে। (দুই) তুমি এমনই অন্ধ যে ফুটফুটে জ্যোৎস্না তোমার চোখে পড়ছে না। (তিন) দেয়ালের ওধার থেকে তাকে কেউ ডাকল। শুনে মনে হল কোন সমাধিস্থ ব্যক্তির কণ্ঠস্বর। এই গল্পে পারিবারিক জীবনে চার্চের প্রভাব বিষয়ে গার্সিয়া মার্কেস লেখেন, 'সকাল আটটায় প্রার্থনার পর চার্চ থেকে ঝলমলে পোষাক পরা-মহিলা এবং তাদের সন্তানেরা প্লাজায় আনন্দের পরিবেশ তৈরি করেছে।

'ভালবাসা পেরিয়ে শাশ্বত মরণ' গল্পে যেসব মূল্যবান চিত্রকল্প গার্সিয়া মার্কেস সুচিন্তিভাবে ব্যবহার করেছেন তা প্রমাণ করে ছোট গল্পকারের সৃজন কুশল মানসিক দক্ষতাকে। উদাহরণ, (এক) তার পরিমিত গভীর কণ্ঠস্বর যেন ঠান্ডা জলের প্রলেপ দিচ্ছে। (দুই) শীততাপ নিয়ন্ত্রিত গাড়ি থেকে দরজা খুলতে না খুলতেই তিনি যেন দমকা আগুনের মধ্যে পড়ে গেলেন। তাঁর ফিনফিনে রেশমি জামাটা যেন হাল্কা রঙের ঝোলের মধ্যে চোবানো হল। (তিন) ইলেকট্রিক পাখাটা বনবন করে ঘুরছে, মনে হচ্ছে যেন ঘরের মধ্যে একটা ঘোড়া প্রচন্ড তাপে ছট্‌ফট্ করছে। (চার) হাজার হাজার ব্যাঙ্ক নোট প্রজাপতির মত পত্ পত্ করে হাওয়ায় উড়ছে। (পাঁচ) বুকের ভিতরে যেখানে হৃৎপিন্ডটা আছে তিনি বুঝতে পারলেন সেটা বোম্বেটেদের তীর বিদ্ধ টাট্টু ঘোড়ার মতো লাফাতে শু করে দিয়েছে। (ছয়) আর দিনের বেলায় যার অস্তিত্ব মভূমিতে মুখ থুবড়ে থাকা খাঁড়ির মতন শুকনো খটখটে।

গার্সিয়া মার্কেস ব্যবহৃত প্রতিটি চিত্রকল্প গভীর তাৎপর্যপূর্ণ এবং সৃষ্টিশীল বিষয়ের প্রয়োজনে অপ্রতিরোধ্য, ভাবপ্রধান বা আবেগ সর্বস্ব নয়। পাঠকের চিন্তাকে করেছে প্রসারিত এবং গল্পের প্রবাহকে করেছে গতিশীল। অর্থবহ এবং ব্যঞ্জনার সুর ধবনি প্রবাহের কাজ করেছে।

উপসংহারে কাজ আলোচনার সারসংক্ষেপকরণ। পঞ্চাশের এবং ষাটের দশকের ছোটগল্প-রচনার অসংগতি ও অর্থনৈতিক সঙ্কট (২) রাজনীতির দাপট এবং কপটতা (৩) গির্জা এবং পাদরিদের প্রতি দুর্বলতা ও অসহায়তা (৪) সমাজে পাদরিদের বিশাল ভূমিকা (৫) নিগ্রোদের প্রতি কলম্বিয়ানদের অত্যাচার (৬) নিঃসঙ্গতা এবং একাকিত্ব (৭) ধর্মবিশ্বাসের এবং সুসংস্কারের বন্দিশালা (৮) জমিদার-সামন্তপ্রভু-ব্যবসায়ী-অর্থলিপ্সা-শোষণ-প্রতিবাদ এসবের আধিপত্য, (৯) ভালবাসার প্রতি একাগ্রতা (১০) যৌনতা ও যৌনকামনা (১১) স্বৈরতন্ত্রে প্রতি তীব্র ঘৃণা (১২) সমাজের চিরন্তন দারিদ্র এবং খিদে (১৩) শহর-শহরতলির এবং গ্রামের জীবনধারা (১৪) পূর্ব নির্ধারিত নির্বাচিত সাংসদ সদস্য, সেনেটর ও মেয়র (১৫) যাদু বিদ্যা-ফুটবল-বক্সিং-আড্ডা-জটলা ইত্যাদি। এ সব কারণে গার্সিয়া মার্কেসকে দৃঢ়তার সাথে বলতে হয় নোবেল ভাষণে 'এই রূঢ় বাস্তবতার প্রতিফলন কেবলমাত্র, সাহিত্যের ক্ষেত্রেই নয়, আমার চিন্তা-ভাবনায় প্রতিমুহূর্তে জড়িয়ে থাকে।' পাশ্চাত্ত্য দেশের এবং য়ুরোপিয় সমালোচক গবেষক গার্সিয়া মার্কেসের সাহিত্যে অলৌকিকতা ও যাদু বাস্তবতার অবস্থানকে জনপ্রিয়তার একমাত্র কারণ হিসেবে দেখতে চান। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে গার্সিয়া মার্কেসও তাঁর সাহিত্যের পটভূমি হিসেবে কলম্বিয়ান সমাজ জীবনকেই গুত্ব দিয়েছেন।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com